রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২২

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন এবং

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে

সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৪ ডিসেম্বর, ২০২২)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী আগামী ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ রংপুর সিটি করর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৩৩ টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান ভোটার সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৬৯ জন। নারী ২ লক্ষ ১৪ হাজার ১৬৭ জন। পুরুষ ২ লক্ষ ১২ হাজার ৩০২ জন। তফসিল অনুযায়ী ইতোমধ্যেই মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেয়র পদে মোট ১০ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৯৮ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৯ জন, সর্বমোট ২৭৭ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী মেয়র পদে ৯ জন, ৩৩টি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর পদে ১৭৯ জন এবং ১১টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৬৭ জন, অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২৫৫ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২১২ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৫ জন, মোট ২৮৪ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। অর্থাৎ গত নির্বাচনের তুলনায় এবার প্রার্থী সংখ্যা কমেছে ২৯ জন। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে ৬৭ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারীরা হচ্ছেন, ১৫ নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম এবং ২৫ নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ইয়াসমীন রউফ (রাবু)। মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হোসেন আরা লুৎফা ডালিয়াসহ এই নির্বাচনে সর্বমোট ৭০ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২২-এ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৯ জন মেয়র প্রার্থীরা হলেন: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হোসেন আরা লুৎফা ডালিয়া, জাতীয় পার্টির মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোঃ আমিরুজ্জামান, জাকের পার্টির মোঃ খোরশেদ আলাম, খেলাফত মজলিসের মোঃ তৌহিদুর রহমান মন্ডল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের মোঃ শফিয়ার রহমান, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মোঃ আবু রায়হান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ মেহেদী হাসান ও মোঃ লতিফুর রহমান।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তা জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও আগ্রহী হবেন তারা।

সর্বমোট ২৫৫ জন প্রার্থীর মধ্যে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের ৬ জন এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের ২ জন প্রার্থীসহ মোট ৮ জন প্রার্থীর হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে সুজন-এর পক্ষ থেকে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে ৭ জন প্রার্থীর হলফনামা সংগ্রহ করা হয়। এই নিবন্ধ লেখার পূর্ব পর্যন্ত আরও ২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ৩১ নং ওয়ার্ডের সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলন প্রার্থী মোঃ জামাল উদ্দিনের হলফনামা সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায়, মোট ২৫৪ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	১ ১১.১১%	০ ০%	১ ১১.১১%	৩ ৩৩.৩৩%	৪ ৪৪.৪৪%	০ ০.০০%	**৯** **১০০%**
কাউন্সিলর	৬৪ ৩৫.৯৬%	৩৬ ২০.২২%	২৭ ১৫.১৭%	৩০ ১৬.৮৫%	১৭ ৯.৫৫%	৪ ২.২৫%	**১৭৮** **১০০%**

সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	২৮ ৪১.৭৯%	১৭ ২৫.৩৭%	৬ ৮.৯৬%	৮ ১১.৯৪%	৮ ১১.৯৪%	০ ০%	**৬৭** **১০০%**
সর্বমোট	**৯৩** **৩৬.৬১%**	**৫৩** **২০.৮৭%**	**৩৪** **১৩.৩৯%**	**৪১** **১৬.১৪%**	**২৯** **১১.৪২%**	**৪** **১.৫৭%**	**২৫৪** **১০০%**

- ৯ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৪৪.৪৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৩ জনের (৩৩.৩৩%) স্নাতক, ১ জনের (১১.১১%) এইচএসসি এবং ১ জনের (১১.১১%) এসএসসি'র নিচে। স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা চার জন মেয়র প্রার্থী হলেন: জাকের পার্টির মোঃ খোরশেদ আলাম, খেলাফত মজলিসের মোঃ তৌহিদুর রহমান মন্ডল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের মোঃ শফিয়ার রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ মেহেদী হাসান। স্নাতক পাস তিন জন মেয়র প্রার্থী হলেন: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হোসেন আরা লুৎফা ডালিয়া, জাতীয় পার্টির মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ লতিফুর রহমান। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোঃ আমিরুজ্জামানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি। বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী মোঃ আবু রায়হান তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করেছেন অষ্টম শ্রেণি।
- মোট ৩৩ টি সাধারণ ওয়ার্ডের তথ্য পাওয়া ১৭৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬৪ জনের (৩৫.৯৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৩৬ জনের (২০.২২%) এসএসসি এবং ২৭ (১৫.১৭%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩০ (১৬.৮৫%) ও ১৭ জন (৯.৫৫%)। ৪ জন (২.২৫%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।
- মোট ১১টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৬৭ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ২৮ জন (৪১.৭৯%)। ১৭ জনের (২৫.৩৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৮ জনের (১১.৯৪%) এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা ৮ (১১.৯৪%) জন করে।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বমোট ২৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে অর্ধেকের বেশি প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা (১৪৬ জন বা ৫৭.৪৮%) এসএসসি ও এর নিচে; যার মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি এমন প্রার্থী আছেন ৯৩ জন বা ৩৬.৬১%। শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা প্রার্থীদেরসহ যোগ করলে এই সংখ্যা ও শতকরা হার দাড়ায় যথাক্রমে ৯৭ জন ও ৩৮.১৮%। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৭০ জন বা ২৭.৫৬%।**
- **২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায়, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২২ সালে স্বল্পশিক্ষিত প্রার্থীর হার কিছুটা কমেছে। ২০১৭ সালে ছিল ৬০.৫৬% (১৭২ জন), যা এবার ৫৯.০৫% (১৫০ জন)। অপরদিকে উচ্চ শিক্ষিত (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী) প্রার্থীর হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালের ২১.৪৭% (৬১ জন) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে হয়েছে ২৭.৫৬% (৭০ জন)। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য প্রদান না করা প্রার্থীদের সংখ্যা স্বল্প শিক্ষিত হিসেবে ধরা হয়েছে।**
- **স্বল্পশিক্ষিত প্রার্থীর হার হ্রাস পাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীর হার বৃদ্ধি পাওয়া নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।**

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	০ ০.০০%	৪ ৪৪.৪৪%	২ ২২.২২%	১ ১১.১১%	০ ০.০০%	২ ২২.২২%	০ ০.০০%	৯ ১০০%
কাউন্সিলর	২০ ১১.২৪%	১২৯ ৭২.৪৭%	১৭ ৯.৫৫%	০ ০.০০%	২ ১.১২%	৪ ২.২৫%	৬ ৩.৩৭%	১৭৮ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	১ ১.৪৯%	১৩ ১৯.৪০%	৪ ৫.৯৭%	১ ১.৪৯%	৪২ ৬২.৬৯%	০ ০.০০%	৬ ৮.৯৬%	৬৭ ১০০%
সর্বমোট	**২১** **৮.২৭%**	**১৪৬** **৫৭.৪৮%**	**২৩** **৯.০৫%**	**২** **০.৭৯%**	**৪৪** **১৭.৩২%**	**৬** **২.৩৬%**	**১২** **৪.৭২%**	**২৫৪** **১০০%**

- ৯ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনই (৪৪.৪৪%) ব্যবসায়ী। চাকরিজীবী প্রার্থী আছেন ২ জন (২২.২২%), যার মধ্যে একজনের পেশা শিক্ষকতা। আইনজীবী আছেন ১ জন (১১.১১%)। জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ মোস্তাফিজার রহমান পেশার ঘরে উল্লেখ করেছেন 'সাবেক মেয়র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন'। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হোসেন আরা লুৎফা ডালিয়া একজন আইনজীবী।
- ১৭৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১২৯ জনের (৭২.৪৭%) পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ২০ জন (১১.২৪%)। ১৭ জন (৯.৫৫%) আছেন চাকরিজীবী। পেশার ঘর পূরণ করেননি ৬ জন (৩.৩৭%)।
- ৬৭ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর অধিকাংশই (৪২ জন বা ৬২.৬৯%) গৃহিণী। ১৩ জনের (১৯.৪০%) পেশা ব্যবসা। ৬ জন (৮.৯৬%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- **তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে তথ্য পাওয়া সর্বমোট ২৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে অর্ধেকের বেশি প্রার্থীর (১৪৬ জন বা ৫৭.৪৮%) পেশা ব্যবসা। চাকরির সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন ২৩ জন বা ৯.০৫%। আইনজীবী প্রার্থী আছেন মাত্র ২ জন (০.৭৯%); যার মধ্যে একজন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী (মোছাঃ মাজেদা বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-৩)।**
- **২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনে ব্যবসায়ী প্রার্থীর হার সামান্য হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালে এই হার ছিল ৫৯.৫০% (১৬৯ জন), যা এবার হয়েছে ৫৭.৪৮% (১৪৬ জন)। তবে অন্যান্য নির্বাচনের মত এ নির্বাচনের ব্যবসা পেশার সাথে জড়িত প্রার্থীর সংখ্যা অধিক।**

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়ে মামলা	বর্তমান ৩০২ ধারা মামলা	অতীত ৩০২ ধারা মামলা	উভয় সময়ে ৩০২ ধারা মামলা	মোট প্রার্থী সংখ্যা
মেয়র	১ ১১.১১%	৩ ৩৩.৩৩%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	৯ ১০০%
কাউন্সিলর	৪২ ২৩.৬০%	৩০ ১৬.৮৫%	১৫ ৮.৪৩%	৫ ২.৮১%	৩ ১.৬৯%	০ ০%	১৭৮ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	৩ ৪.৪৮%	২ ২.৯৯%	১ ১.৪৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৭ ১০০%
সর্বমোট	৪৬ **১৮.১১%**	৩৫ **১৩.৭৮%**	১৬ **৬.৩০%**	৫ **১.৯৭%**	৩ **১.১৮%**	০ **০.০০%**	২৫৪ **১০০%**

- ৯ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে মামলা আছে কেবল খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মোঃ তৌহিদুর রহমান মণ্ডলের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে বলে তিনি হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। অতীতে ৩ জন মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা ছিল। এই ৩ জন হলেন, জাতীয় পার্টির মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ মেহেদী হাসান, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ লতিফুর রহমান। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৯ জন মেয়র প্রার্থীর কারো বিরুদ্ধেই বর্তমানে বা অতীতে ৩০২ ধারায় কোনো মামলা নেই বা ছিল না।
- ১৭৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪২ জনের (২৩.৬০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে। অতীতে মামলা ছিল ৩০ জনের (১৬.৯%) বিরুদ্ধে। বর্তমানে মামলা আছে অতীতেও মামলা ছিল এমন প্রার্থী আছেন ১৫ জন বা ৮.৪৩%। কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনের (২.৮১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারার মামলা আছে। অতীতে ৩০২ ধারার মামলা ছিল ৩ জনের (১.৬৯%) বিরুদ্ধে। যে ৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ১ নং ওয়ার্ডের মোঃ রফিকুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ২৭ নং ওয়ার্ডের সিরাজুল ইসলাম রবিন, ২৯ নং ওয়ার্ডের জনাব এমরাউল হাসান চৌধুরী সুজন এবং ৩১ নং ওয়ার্ডের মোঃ সামছুল হক।
- ৬৭ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪.৪৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে। অতীতে মামলা ছিল ২ জনের (২.৯৯%) বিরুদ্ধে। বর্তমান ও অতীত উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে এমন প্রার্থী আছেন ১ জন। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় বর্তমানে কোনো মামলা নেই, অতীতেও ছিল না।

- **তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৬ জনের (১৮.১১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৫ জনের (১৩.৭৮%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৬ জনের (৬.৩০%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৫ জনের (১.৯৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে (১.১৮%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল।**
- **২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের তুলনায় ২০২২ সালের নির্বাচনে মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে; ইতিবাচক।**

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী
মেয়র	১ ১১.১১%	৩ ৩৩.৩৩%	৪ ৪৪.৪৪%	০ ০.০০%	১ ১১.১১%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	৯ ১০০%
কাউন্সিলর	২৯ ১৬.২৯%	১০৬ ৫৯.৫৫%	৩০ ১৬.৮৫%	০ ০.০০%	২ ১.১২%	০ ০.০০%	১১ ৬.১৮%	১৭৮ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	১৩ ১৯.৪০%	২৬ ৩৮.৮১%	৬ ৮.৯৬%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	২২ ৩২.৮৪%	৬৭ ১০০%
সর্বমোট	**৪৩ ১৬.৯৩%**	**১৩৫ ৫৩.১৫%**	**৪০ ১৫.৭৫%**	**০ ০.০০%**	**৩ ১.১৮%**	**০ ০.০০%**	**৩৩ ১২.৯৯%**	**২৫৪ ১০০%**

- ৯ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে নিজের ও নির্ভরশীলদের আয় মিলিয়ে ৪ জনের (৪৪.৪৪%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম, ৪ জনের (৪৪.৪৪%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের (১১.১১%) আয় ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা। বছরে সর্বোচ্চ ৬২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪২১ টাকা আয় করেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের মোঃ শফিয়ার রহমান, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় করেন জাতীয় পার্টির মোঃ মোস্তাফিজার রহমান এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আয় করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ লতিফুর রহমান। উল্লেখ্য, জনাব মোস্তাফিজার রহমান আয়ের ঘরে তাঁর নিজস্ব কোনো আয় দেখাননি; পুরো আয় দেখিয়েছেন নির্ভরশীলদের ঘরে।
- ১৭৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে বেশির ভাগ প্রার্থী (১৩৫ জন বা ৭৫.৮৪%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ৩০ জন (১৬.৮৫%)। ২ জনের (১.১২%) বাৎসরিক আয় ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা। বছরে সর্বোচ্চ ৭৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৭০৮ টাকা আয় করেন ২১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মোঃ তারিক মুরশিদ গৌরব। উল্লেখ্য, ১১ জন (৬.১৮%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- সংরক্ষিত আসনের ৬৭ জন প্রার্থীর মধ্যেও সিংহভাগই (৩৯ জন বা ৫৮.২০%) কাউন্সিলর প্রার্থীর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন ৬ জন (৮.৯৬%)। বছরে সর্বোচ্চ ১২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা আয় করেন সংরক্ষিত ১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মোসাঃ নাছিমা আক্তার। উল্লেখ্য, ২২ জন (৩২.৮৪%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- **তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭০.০৮% (১৭৮ জন)-এর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৩৩ জনকে যোগ করলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২১১ জনে (৮৩.০৭%)। বিশ্লেষণে দেখা যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের চার পঞ্চমাংশেরও অধিক সংখ্যক প্রার্থী স্বল্প আয়ের। সকল প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (১.১৮%) রয়েছেন, যাদের বার্ষিক আয় ৫০ লক্ষাধিক - এদের দু'জনই কাউন্সিলর প্রার্থী।**
- **২০১৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় ২০২২ সালের নির্বাচনে স্বল্প আয়ের প্রার্থীর হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালে এই হার ছিল ৮৯.৭৮% (২৫৫ জন) এবং এই নির্বাচনে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৮৩.০৭% (২১১ জন) হয়েছে। পক্ষান্তরে, অধিক উপার্জনকারী প্রার্থীর হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে বছরে ৫০ লক্ষাধিক টাকা আয়কারী প্রার্থী একজনও ছিলেন না। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩ জন প্রার্থী (১.১৮%) বছরে ৫০ লক্ষাধিক টাকা আয় করেন। স্বল্প আয়কারীদের মধ্যে আয় উল্লেখ না করা প্রার্থীদেরকেও ধরা হয়েছে।**
- **বিশ্লেষণে বলা যায় যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের অংশগ্রহণ হ্রাস পাচ্ছে এবং পাশাপাশি অধিক আয়ের প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।**

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	৩ ৩৩.৩৩%	১ ১১.১১%	৩ ৩৩.৩৩%	১ ১১.১১%	১ ১১.১১%	০ ০.০০০	০ ০.০০০	৯ ১০০%
কাউন্সিলর	১২৪ ৬৯.৬৬%	৪২ ২৩.৬০%	৩ ১.৬৯%	১ ০.৫৬%	২ ১.১২%	০ ০.০%	৬ ৩.৩৭%	১৭৮ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	৫৫ ৮২.০৯%	৮ ১১.৯৪%	২ ২.৯৯%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	২ ২.৯৯%	৬৭ ১০০%
সর্বমোট	**১৮২ ৭১.৬৫%**	**৫১ ২০.০৮%**	**৮ ৩.১৫%**	**২ ০.৭৯%**	**৩ ১.১৮%**	**০ ০.০০%**	**৮ ৩.১৫%**	**২৫৪ ১০০%**

- মোট ৯ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৩৩.৩৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ১ জনের (১১.১১%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ৩ জনের (৩৩.৩৩%) ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (১১.১১%) ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ১ জনের (১১.১১%) সম্পদ কোটি টাকার অধিক। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের মোঃ শফিয়ার রহমানের (২ কোটি ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩০৬ টাকা) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হোসেন আরা লুৎফা ডালিয়া (৫২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫২৪ টাকা)।

- ১৭৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (১২৪ জন বা ৬৯.৬৬%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৪২ জন (২৩.৬০%) এবং ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৩ জন (১.৬৯%) কাউন্সিলর প্রার্থীর। ২ জন (১.১২%) কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ কোটি টাকার অধিক; তারা হচ্ছেন ২১ নং ওয়ার্ডের মোঃ তারিক মুরশেদ গৌরব (১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩১৩ টাকা) ও ২৩ নং ওয়ার্ডের লিটন পারভেজ (১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭০৫ টাকা)। উল্লেখ্য, ৬ জন (৩.৩৭%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের তথ্য দেননি।

- ৬৭ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৫ জনের (৮২.০৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ আছে ৮ জন (১১.৯৪%) প্রার্থীর। ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ২ জন (২.৯৯%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। উল্লেখ্য, ২ জন (২.৯৯%) সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের তথ্য দেননি।

- **বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮২ জনই (৭১.৬৫%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের তথ্য উল্লেখ না করা ৮ জন প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯০ জন (৭৪.৮০%)। অপরদিকে কোটি টাকার বেশি সম্পদের মালিক রয়েছেন ৩ জন (১.১৮%)। স্বল্প আয়কারীদের মধ্যে আয় উল্লেখ না করা প্রার্থীদেরকেও ধরা হয়েছে।**

- **২০১৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় কম সম্পদের মালিক যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি বেশি সম্পদের মালিকও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালের নির্বাচনে ৮৫.৫৬% (২৪৩ জন) প্রার্থী ছিলেন ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। এবারের নির্বাচনে এই হার ৭৪.৮০% (১৯০ জন)। ২০১৭ সালের নির্বাচনে কোটিপতি ছিলেন ৪ জন (১.৪০%) এবং এই নির্বাচনে এই সংখ্যা ৩ জন (১.১৮%)। উল্লেখ্য, স্বল্প সম্পদের মালিকদের মধ্যে সম্পদের তথ্য উল্লেখ না করা প্রার্থীদেরকেও ধরা হয়েছে।**

- **বিশ্লেষণে বলা যায় যে, নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বল্প সম্পদের মালিকদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।**

- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও অনেক বেশি বলে আমরা মনে করি।

৬. দায়-দেনার তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	দায়-দেনা আছে এমন প্রার্থী সংখ্যা	মোট প্রার্থী
মেয়র	০ %	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%
কাউন্সিলর	৫ ২.৮১%	৬ ৩.৩৭%	৮ ৪.৪৯%	১ ১%	৩ ১.৬৯%	০ ০%	২৩ ১২.৯২%	১৭৮ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	১ ১.৪৯%	১ ১%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ২.৯৯%	৬৭ ১০০%
সর্বমোট	**৬** **২.৩৬%**	**৭** **২.৭৬%**	**৮** **৩.১৫%**	**১** **০%**	**৩** **১.১৮%**	**০** **০.০০%**	**২৫** **৯.৮৪%**	**২৫৪** **১০০%**

- ৯ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে কারোই দায়-দেনা নেই। তবে জাতীয় পার্টির মোঃ মোস্তাফিজার রহমান ঋণের ঘরে ১৫,০০,০০০ টাকা দেখিয়েছেন, যা ১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে পরিশোধিত বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত, তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে তাঁর কোনো ঋণ নেই।
- সাধারণ আসনের ১৭৮ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৩ জন (১২.৯২%) এবং সংরক্ষিত আসনের ৬৭ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ২ জনের (২.৯৯%) দায়-দেনা আছে।
- সর্বমোট ২৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৫ জনের (৯.৮৪%) দায়-দেনা রয়েছে।
- **মোট ২৫৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (১.১৮%) কোটি টাকার উপরে দায়-দেনা রয়েছে। এই ৩ জনই সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী। উক্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীরা হলেন: ৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ আবু হাসান চঞ্চল (৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬২ হাজার ১৭০ টাকা), ৩ নং ওয়ার্ডের মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা) ও ৩ নং ওয়ার্ডের মাহবুবার রহমান বসুনিয়া (১ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা)।**
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর হার বিগত নির্বাচনের চেয়ে সামান্য হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালের নির্বাচনে সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার ছিল ১০.৯১% (৩১ জন); এবারের নির্বাচনে যা ৯.৮৪% (২৫ জন)।**

২০১৭ ও ২০২২ উভয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আয় ও সম্পদের তুলনামূলক চিত্র

জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, ৫৩ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী এবং ৯ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থী অর্থাৎ মোট ৬৩ জন প্রার্থী ২০১৭ ও ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। এই ৬৩ জন প্রার্থীর ২০১৭ সালের হলফনামার সঙ্গে ২০২২ সালের হলফনামার আয়ের তথ্য তুলনা করে দেখা যায়, ৪২ জন প্রার্থীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ৭ জনের আয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি, ১০ জনের আয় হ্রাস পেয়েছে। ৪ জন ২০২২ সালের হলফনামায় আয়ের উল্লেখ করেননি। তাদের বিবেচনায় নিলে বলা যায় যে, ১৪ জনের আয় হ্রাস পেয়েছে।

দুই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৬৩ জনের সম্পদের তথ্য তুলনা করে দেখা যায়, ৩৭ জন প্রার্থীর সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১০ জনের সম্পদের কোনো পরিবর্তন হয়নি, ১৫ জনের সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। ১ জন ২০২২ সালের হলফনামায় সম্পদের উল্লেখ করেননি। তাকে বিবেচনায় নিলে বলা যায় যে, ১৬ জনের সম্পদ হ্রাস পেয়েছে।

২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রদত্ত হলফনামায় মেয়র প্রার্থী মোঃ মোস্তাফিজার রহমান তাঁর নিজের আয় দেখিয়েছিলেন ১০ লক্ষ ১২ হাজার ২১২ টাকা, নির্ভরশীলদের কোনো আয় উল্লেখ করেননি। ২০২২ সালের নির্বাচনে মোঃ মোস্তাফিজার রহমান তাঁর নিজের কোনো আয় নেই উল্লেখ করেছেন এবং নির্ভরশীলদের আয়ের ঘরে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উল্লেখ করেছেন। প্রার্থীর নিজের ও নির্ভরশীলদের আয় যোগ করে হিসাব করলে মেয়র প্রার্থী মোঃ মোস্তাফিজারের আয় বেড়েছে ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭২৮ টাকা; যা শতকরা হারে ১০৩%। এখানে একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, জনাব মোস্তাফিজার রহমানের কি কোনো আয় নেই? মেয়র হিসেবে তিনি কি কোনো বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি?

সম্পদের তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৭ সালে মোঃ মোস্তাফিজার রহমান নিজের ও নির্ভরশীল মিলিয়ে ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার সম্পদের উল্লেখ করেছিলেন। ২০২২ সালের নির্বাচনে তিনি নিজের ও নির্ভরশীল মিলিয়ে সম্পদের মূল্য দেখিয়েছেন ৩৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৯৪ টাকা। অর্থাৎ এই সময়কালে তার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮ লক্ষ ১২ হাজার ৭৯৪ টাকা; যা শতকরা হারে ১০৬%।

৫৩ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার বেশি আয় বেড়েছে ৪ জনের, ১ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় বেড়েছে ১৭ জনের। টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ৬১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯০২ টাকা আয় বেড়েছে ২১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মোঃ তারিক মুরশিদ গৌরবের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৩৯ টাকা আয় বেড়েছে ২৮ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মোঃ শাহাদত হোসেনের।

৫৩ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার বেশি সম্পদের পরিবৃদ্ধি হয়েছে ২ জনের, ১ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পদের পরিবৃদ্ধি হয়েছে ২১ জনের। টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সম্পদ বেড়েছে ৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ আফছার আলীর। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৯ টাকার সম্পদ বেড়েছে ২২ নং ওয়ার্ডের মোঃ মিজানুর রহমান মিজুর।

৯ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আয় বেড়েছে সংরক্ষিত ৯ নং ওয়ার্ডের মোছাঃ মোনোয়ারা সুলতানা মলির। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা আয় বেড়েছে সংরক্ষিত ২ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মোছাঃ মাছুদা পারভীনের। সম্পদের পরিবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই দুইজন এগিয়ে। মোনোয়ারা সুলতানা মলির সম্পদের বেড়েছে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার। মাছুদা পারভীনের সম্পদ বেড়েছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার।

তথ্য বিশ্লেষণকালে দেখা গিয়েছে যে, কোনো কোনো প্রার্থী তথ্য প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছকগুলো পূরণ না করে ফাঁকা রেখেছেন। এটাকে আমরা হলফনামায় তথ্য গোপনের শামিল বলেই মনে করি। এ বিষয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উল্লেখ্য, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের দাখিলকৃত হলফনামার সঠিকতা যাচাইপূর্বক অসত্য তথ্য প্রদানকারী প্রার্থীগণসহ অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদানকারীদের মনোনয়নপত্র বাতিলের আহ্বান জানিয়ে আসছি।

উল্লেখ্য, অতীতে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে কর সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হলেও বিগত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে, নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে তা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে কোন প্রার্থী কত টাকা কর দিচ্ছেন অথবা আদৌ দিচ্ছেন কি না, তার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা মনে করি, প্রার্থীদের সম্পর্কে ভালভাবে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়ালেও তা সন্নিবেশিত হয়েছিল। রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী আয়কর সনদের কপি ও রশিদ মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলের বিধান থাকলেও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে আয়কর সংক্রান্ত ঘরটি তুলে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের পদক্ষেপ ভোটারদের সাথে অসহযোগিতার শামিল বলে আমরা মনে করি।

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সুজন–এর আহ্বান

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কিন্তু মালিকরা সরাসরি দেশ শাসন বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না। তারা এই কাজটি সম্পন্ন করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে।

আর এই জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতিই হচ্ছে নির্বাচন। এই বাছাই প্রক্রিয়া যদি সঠিক হয়, তবে একথা বলা যায় যে, রাষ্ট্রের মালিকরা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করছে। আর যদি সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধি নির্বাচিত না হন, তবে সেকথা বলার সুযোগ থাকে না। তাই, জনগণের সম্মতির শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচন তথা সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ আমরা 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও International Covenant on Civil and Political Rights-এ স্বাক্ষরদাতা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে এসব আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি মেনে চলার আবশ্যকতা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচনের কতগুলো মানদণ্ড রয়েছে।

যেমন:

- ভোটার হওয়ার উপযুক্ত সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন;
- যেসব ব্যক্তি প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন;
- প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ফলে ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল;
- ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন;
- ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল এবং

- সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

আমাদের প্রত্যাশা আসন্ন সিটি নির্বাচনে প্রতিটি ধাপই যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হবে।

একটি নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও এতে অনেক অংশীজন (স্টেক হোল্ডার) সংশ্লিষ্ট থাকে। একটি নির্বাচন তখনই অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু হয়, যখন সকল অংশীজন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে। তাই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে 'সুজন'-এর উদাত্ত আহ্বান:

নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান:

- অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভালো দৃষ্টান্তসমূহ অনুসরণ করুন।
- সকল দল ও প্রার্থীর জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করুন।
- প্রার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করুন।
- কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যাতে তারা পক্ষপাতমূলক আচরণ না করেন, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।
- নির্বাচনে কোনো এলাকায় ব্যাপক অনিয়ম হলে সেই এলাকার নির্বাচন স্থগিত করুন এবং প্রয়োজনে ফলাফল বাতিল করে নতুন করে ভোট গ্রহণ করুন।

সরকারের প্রতি আহ্বান:

- সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোনোভাবেই কোনো দলের পক্ষে প্রভাবিত করবেন না।
- নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি এই বার্তা দিন যে, সরকার অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন চায়।

রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান:

- যে কোনো মূল্যে বিজয়ী হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করে নির্বাচনকে একটি প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন। 'আমরা বিজয়ী হবোই' এই ধরনের বক্তব্য না দিয়ে, গণরায় মাথা পেতে নেয়ার ঘোষণা দিন।
- দলের মনোনীত বা সমর্থিত প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে তাদের নির্দেশনা দিন।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য কোনোভাবেই প্রভাবিত করবেন না।

মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান:

- নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন।
- আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত থাকুন।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য কোনোভাবেই প্রভাবিত করবেন না।

নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান:

- নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন ।
- কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে বা কোনো দলের অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম সৃষ্টিকারীদের পুলিশে সোপর্দ করুন।
- অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে গেলে ভোট গ্রহণ বন্ধ করুন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান:

- যথাযথভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- পক্ষপাতমূলক আচরণ বা দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত থাকুন।
- রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়রানিমূলক মামলা ও গ্রেফতার থেকে বিরত থাকুন।
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান:

- নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করুন।
- প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করুন।
- নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়গুলো ফলাও করে প্রকাশ ও প্রচার করুন।
- অনিয়ম ও আচরণবিধি ভঙ্গের জন্য প্রার্থী বা অন্য কাউকে সতর্ক করা হলে অথবা জরিমানা বা অন্য কোনো ধরনের শাস্তি প্রদান করা হলে তা ফলাও করে প্রকাশ ও প্রচার করুন।

প্রার্থী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বানঃ

- নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন।
- অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট ক্রয় থেকে বিরত থাকুন ।
- ভোটার বা অন্য প্রার্থীর সমর্থকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- নির্বাচনকে প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন এবং যে কোনো ধরনের ফলাফল স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিন।

সচেতন নাগরিকদের প্রতিঃ

- অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন, সে লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করুন।
- সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের পক্ষে আওয়াজ তুলুন এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করুন, যাতে তাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন।

ভোটারদের প্রতি আহ্বানঃ

- ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুন।
- অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
- দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপি, বিলখেলাপি, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবেন না।

আশাকরি নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবেন।

পরিশেষে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা নির্বাচিত হবেন। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সুজনসহ সকল মহলেই প্রশংসিত হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, এবারের নির্বাচনও অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটাররা নির্বিঘ্নে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারবেন।